খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol- 4 ● Issue- 05 ● Bardhaman ● 15 August 2026 ● Rs. 2.00 (Four Pages)

এক নজরে

● আলু চাষীদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় ভিন রাষ্ট্রে আলু পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে খোলা চিঠি দিলেন ধনেখালির ধামাইটিকরের বাসিন্দা প্রাক্তন অধ্যাপক চন্ডী সাধন কোলে।

● পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বেঁধে দেওয়া হল বালির দাম।আবাস যোজনা উপভোক্তার জন্য ১০০ সিএফটি বালির দাম ১২০০ টাকা এবং সাধারণের জন্য ৫২৫০ টাকা।পরিবহণ খরচ আলাদা।

●বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার বই পঞ্চায়েতে আপডেট করতে গেলে ১০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ধনেখালি ব্লকের পাড়াম্বুয়া সাহাবাজার পঞ্চায়েত সহ একাধিক পঞ্চায়েতের বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর বিরুদ্ধে।নতুন বই করতে গেলেও ২০০/৩০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

● বামপন্থীদের সভায় হামলার ঘটনায় গ্রেফতার চুঁচুড়ার স্বঘোষিত পুষ্পা দলবদলু সুরেশ সাউ।

● হালিশহরে মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী,মৃত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীকে দিলেন চাকরি এবং ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ।

● চোখের চিকিৎসার জন্য অভিষেককে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট।

● বিজেপি কর্মীদের রোষের মুখে মন্তেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক।মন্তেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক সৈকত পাঁজার পদত্যাগের দাবিতে সরব বিজেপি কর্মীদের একাংশ।ঘটনাকে ঘিরে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

● ‘‘তৃণমূলের ‘পুরাতনী’দের মধ্যেই বিজেপি ‘সনাতনী’ খুঁজে পেয়েছে’’, তৃণমূল,বিজেপি এবং আরএসএস’কে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

● ‘‘কিছু এমএলএ এমন গতিতে

(এরপর চারের পাতায়)

বাংলার বাড়ির বদলে পশ্চিমবঙ্গ আবাস

অরিজিত চক্রবর্তী - ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের নাম বদলে হল ‘পশ্চিমবঙ্গ আবাস।’একই সঙ্গে ১০ লক্ষ ২০ হাজার ৩৭৯ জন উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে বাড়ি নির্মাণের দ্বিতীয় তথা শেষ কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে পাঠানো শুরু করল রাজ্য সরকার।নবান্নে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান,মোট ৬ হাজার কোটিরও বেশি টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়ন করাই সরকারের লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,দীর্ঘদিন ধরে বহু উপভোক্তা অনিশ্চয়তায় ছিলেন।প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর দ্বিতীয় কিস্তি

আদৌ মিলবে কি না,তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। এ দিন দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ বিতরণের মাধ্যমে সেই অনিশ্চয়তার অবসান হল বলেই দাবি করেন তিনি। সরকারি আবাসন প্রকল্পে অনিয়মের

(এরপর চারের পাতায়)

তসলিমার জন্য বন্ধ দরজা খুলে দিলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন - ভিন্নমত থাকতেই পারে। বাক স্বাধীনতার অধিকার সবার আছে। নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা

বলা কোনো অন্যায় নয়। ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের ফলে লেখকের কণ্ঠরোধ করা যায় না।চরম মৌলবাদ কখনোই শেষ কথা বলে না। শাসক যদি না চায় তাহলে মৌলবাদীরা কখনো মাথা চাড়া দিতে পারে না।যেকোনো মৌলবাদই সমাজ এবং দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।গণতন্ত্রে মানবতারই জয় হয়। উনিশ বছর পর তসলিমা নাসরিনের পশ্চিমবঙ্গে ফেরা ইসলামি চরম মৌলবাদের বিরুদ্ধে বাক স্বাধীনতার পক্ষে রাজ্যের বর্তমান শাসকের অবস্থানকেই স্পষ্ট করল।এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ তো দিতেই হয়। মৌলবাদীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে স্বাধীন মতপ্রকাশের জন্য বন্ধ দরজা খুলে দিলেন শুভেন্দু।

চুঁচুড়ায় বামেদের সভায় হামলার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন - চুঁচুড়ায় ধুন্ধুমার। বামেদের সভা চলাকালীন হামলার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে।কৃষকের জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে দিতে পুলিশের সামনেই হামলার অভিযোগ গেরুয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে

ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে,শ্রমিক বিরোধী নয়া শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে,পুনর্বাসন ছাড়া হকার ও বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে চালু করার দাবিতে বাম কৃষক,শ্রমিক,ক্ষেতমজুর এবং বস্তি সংগঠনের ডাকে ১০ আগষ্ট চুঁচুড়ায় আইন অমান্য এবং জেল ভরো কর্মসূচি চলাকালীন গেরুয়া ঝান্ডা হাতে নিয়ে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।যদিও এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কেউ যুক্ত নন বলে দাবি করেছেন চুঁচুড়ার বিজেপি বিধায়ক সুবীর নাগ। চুঁচুড়ার তৃণমূলের নেতা স্বঘোষিত পুষ্পা গেরুয়া ঝান্ডা হাতে নিয়ে বিজেপি সেজে গন্ডগোল পাকিয়ে বিজেপির বদনাম করার চেষ্টা

(এরপর চারের পাতায়)

চন্দননগর পুলিশে নতুন গতি,উদ্বোধন ২৫ চেতক ও ২১ ব্রাভো মোবাইল

নিজস্ব প্রতিবেদন - পুলিশের টহলদারি ও জরুরি পরিষেবা আরও দ্রুত ও কার্যকর করতে চন্দননগর পুলিশ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনস্থ সাতটি থানায় এই যানগুলি মোতায়েন করা হবে।এর ফলে

কমিশনারেটে যুক্ত হল ২৫টি চেতক মোবাইল গাড়ি এবং ২১টি ব্রাভো মোবাইল মোটরসাইকেল। সম্প্রতি চন্দননগর পুলিশ লাইন্সে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন মোবাইল ফ্লিটের উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদেরি, চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ এবং চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ। নিয়মিত টহলদারি,জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পুলিশি সাড়া,অপরাধ প্রতিরোধ এবং নাগরিক পরিষেবা আরও শক্তিশালী হবে।পুলিশ কমিশনার জানান,নতুন এই মোবাইল ইউনিটগুলির মাধ্যমে পুলিশের দ্রুত প্রতিক্রিয়া,কার্যকর টহলদারি এবং নাগরিক নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে। প্রযুক্তিনির্ভর ও জনমুখী পুলিশি পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে,শ্রমিক বিরোধী নয়া শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে,পুনর্বাসন ছাড়া হকার ও বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে চালু করার দাবিতে বাম কৃষক,শ্রমিক,ক্ষেতমজুর এবং বস্তি সংগঠনের আহ্বানে গত সোমবার বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হল আইন অমান্য এবং জেল ভরো কর্মসূচি।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে বিজেপির এসটি মোর্চার উদ্যোগে ধনেখালি বিধানসভার দাদপুর থানার অন্তর্গত মহেশ্বরপুরে আদিবাসী ভাইবোনদের নিয়ে গত রবিবার একটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হলগ্ধ।উপস্থিত ছিলেন বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গৌতম চ্যাটার্জি,সিঙ্গুরের বিধায়ক ডাগ্ধ: অরূপ কুমার দাস,সপ্তগ্রামের বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ, বিজেপির এসটি মোর্চার রাজ্য সহ সভাপতি সুকুমার সরেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ।

খবর সোজাসুজি

Volume- 4 ● Issue- 05 ● 15 August, 2026

চাষিরা ভালো নেই

আলুর দাম তলানিতে।এক কেজি আলু উৎপাদনে খরচ প্রায় ৭ টাকা,হিমঘরে বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ২.৫/৩ টাকায়।আলু চাষ করে সর্বস্বান্ত চাষিরা।দেনার দায়ে একদম দিশেহারা অবস্থা।এখনও পর্যন্ত হিমঘরে রাখা আলুর মাত্র ২৭/২৮ শতাংশ বের হয়েছে।বাজার ঘাটের অবস্থা খুব খারাপ,মার্কেটে সেভাবে লোকজন নেই।মানুষ কেমন মনমরা। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে, কিন্তু চাষির ফসলের দাম নেই।আলু তো এবার নিলামের পথে।সংকটে গ্রামীণ অর্থনীতি।আলু তো অর্থকরী ফসল। দু'পয়সা লাভের আশায় চাষি তো আলু চাষ করবেই।আলু চাষ করে চাষিরা তো আর অপরাধ করে ফেলেনি।হিমঘরে এখন জ্যোতি আলুর দাম কেজি প্রতি ২.৫/৩ টাকা,অথচ হাটে কিনতে গেলে জ্যোতি আলুর দাম কেজি প্রতি ১৪/১৫ টাকা।হিমঘরে আলুর দাম নেই,তাহলে হাটে এত দাম কেন ? মাঝের টাকাটা যাচ্ছে কোথায় ? চাষিরা যাতে আলুর লাভজনক দাম পায় তার জন্য চাই সঠিক বিপণন ব্যবস্থা,সরকারের সদিচ্ছা।আলু বেশি চাষ হয়েছে বলে দাম নেই এটা কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ হতে পারে না।চাষিদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এটা তো দায় ঝেড়ে ফেলার একটা কৌশল মাত্র।চাষ ও চাষিকে বাঁচাতে আলুকে ভিন রাজ্যে ও ভিন দেশে পাঠাতে হবে,তার জন্য চাই সরকারের বিশেষ উদ্যোগ।মনে রাখতে হবে,গ্রাম দিয়েই শহর ঘেরা।গ্রামের চাষিরা ভালো না থাকলে শহরও ভালো থাকবে না। শহরের লোককে কম দামে আলু খাওয়াতে গিয়ে গ্রামের চাষিদের ভাতে মারলে গ্রামীণ অর্থনীতি একদম ভেঙে পড়বে।তাই বাজারকে চাঙ্গা রাখতে চাই আলুর লাভজনক দাম।স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী,কৃষকের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য উৎপাদন খরচের চেয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ বেশি হওয়ায় প্রয়োজন।প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী ড.স্বামীনাথন বলেছিলেন,একজন চাষির আয় একজন সরকারি কর্মচারীর আয়ের সমান হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব চিত্র পুরো আলাদা।চাষ করে চাষির এখন চরম দুরবস্থা,সংসার চালানোই দায়।আলুর দাম উৎপাদন খরচের চেয়ে এখন অন্তত ৫০ শতাংশ বেশি না হোক,২৫ শতাংশ বেশি হলেই চলবে।হিমঘরে তো এখন আলুর দাম নেই বললেই চলে।দেনার দায়ে মাথায় হাত চাষীদের।এই অবস্থায় চাষিদের পাশে দাঁড়াক রাজ্যের বিজেপি সরকার।চাষিদের বাঁচাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ভিন রাষ্ট্রে আলু পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করুক শুভেন্দু অধিকারী'র নেতৃত্বাধীন রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার।চাষি বাঁচুক,চাষ বাঁচুক।চাষি বাঁচলে সবাই বাঁচবে,সচল হবে গ্রামীণ অর্থনীতি।চাঙ্গা হবে বাজার।হাসি ফুটবে সবার মুখে।

গ্রাম সংসদ সভা

বাম আমলে পঞ্চায়েত এলাকায় চালু হয়েছিল গ্রাম সংসদ সভা।ছ'মাস অন্তর বছরে দু'বার করে বুথে বুথে হতো সংসদ সভা,গ্রামের মানুষের কাছে উপস্থিত হয়ে পঞ্চায়েতকে আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করতে হতো, গ্রামের মানুষকে নিয়েই করা হতো কাজের পরিকল্পনা।আর বছরে একবার হতো গ্রাম সভা। পঞ্চায়েত এলাকায় মাইকিং করে ঘোষণা করা হতো কবে কোথায় হবে গ্রাম সংসদ সভা। তৃণমূল আমলে বন্ধ হয়েছিল গ্রাম সংসদ সভা,সবই হতো খাতায় কলমে।হিসাব পেশ তো দূরের কথা,মানুষের মুখোমুখি হতে ভয় পেত এরা।নমো নমো করে হতো গ্রাম সভা।ডান হাতে বাম হাতে সই করে মিটিং এর কোরাম দেখানো হতো বলে অভিযোগ।এখন সরকার পাল্টেছে।শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যে এখন চলছে ডবল ইঞ্জিন সরকার।নতুন সরকারের কাছে মানুষের আশা আকাঙ্খা অনেক।যদিও এখনি এখনি সবটা সম্ভব হবে না।নতুন সরকারের বয়স এই তো মাত্র তিন মাস।গ্রামের মানুষ চাইছেন,গ্রামের কোথায় কি কাজ হবে তার পরিকল্পনা হোক গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই।তৃণমূল আমলের মতো খাতায় কলমে নয়, পঞ্চায়েত আইন মেনে বাস্তবে হোক গ্রাম সংসদ সভা এবং গ্রাম সভা।সারা বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব মানুষের সামনে পেশ করুক পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।গ্রাম থেকেই উঠে আসুক কর্মপরিকল্পনা,উন্নয়নের রূপরেখা।নেতাদের দাদাগিরি নয়, পঞ্চায়েতের কাজে বাড়ুক মানুষের অংশগ্রহণ। গ্রামে কোনো কাজ শুরু করার আগে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বাম আমলের মতো বেনিফিশিয়ারি কমিটি গঠন করা হোক। প্রকাশ্যে আলোচনা করা হোক কাজের সিডিউল।স্বচ্ছতা বজায় থাকুক।পঞ্চায়েতের কাজে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ুক। মানুষকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে চলুক পঞ্চায়েত, গতি ফিরে আসুক উন্নয়নমূলক কাজে। গড়ে উঠুক জনমুখী পঞ্চায়েত।

বিনম্র আবেদন

সময়টা বড় অস্থির।রাজনীতি আর ধর্ম মিলে মিশে একাকার। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে।ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে রাজ্যে যারা অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে তাদের থেকে সতর্ক থাকুন।কোনো প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না।সর্বদাই মনে রাখবেন,প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কখনো অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা করে না।আর ধর্মের নামে যারা দাঙ্গা বাধায় তারা কখনো প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না। দাঙ্গাবাজদের কোনো জাত,ধর্ম হয় না। সর্বদা সচেতন ও সজাগ থাকুন।শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। কোনো রকম প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না। গুজবে কান দেবেন না।গুজব ছড়াবেন না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন। সত্যতা যাচাই না করে সোস্যাল মিডিয়ায় কোনো কিছু শেয়ার করবেন না,অনুরোধ।

শ্রদ্ধাবনত,
ইসরাইল মল্লিক
সম্পাদক
খবর সোজাসুজি

সুন্দরবনের বদলে যাওয়া সমাজে মহিলারা

জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

গত পনের বছর ভারতীয় সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতের সুযোগ পেয়েছি পত্রিকা সম্পাদনা এবং অন্যান্য কাজের সূত্রেগ্গউত্তর চব্বিশ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সাগর ব্লক পর্যন্ত সমুদ্র এবং জঙ্গলের প্রান্তবাসী মানুষের জীবন যাপনের নিবিড় সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়েছে এবং হচ্ছে। সৌভাগ্য হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে প্রবীণ নবীন নানা বয়সের মানুষের সঙ্গে মেশার এবং থাকার, যাঁরা কোনও না কোনও সময় সুন্দরবনের গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন অথবা এখনও আছেন।এসব টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার নির্যাসকে একত্রিত করেই বোঝার চেষ্টা করি সুন্দরবনের গ্রাম জীবনকে।

গত পনের বছরে খুব দ্রুত কিছু বদল ঘটেছে পৃথিবীর বৃহত্তম এই ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ঘেঁষা গ্রাম গুলিতে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবনের মানুষের নিত্যসঙ্গী। এই বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার অভ্যাস সুন্দরবনের প্রান্তবাসী মানুষের প্রায় সহজাত। আজ যাঁদের আমরা সুন্দরবনের ভূমিপুত্র হিসাবে বিবেচনা করি তাঁদের সুন্দরবনের প্রান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বসবাসের সময়কাল সর্বাধিক আড়াইশো বছর। পলাশীর যুদ্ধ পরবর্তীকালে ইংরেজরা যখন পাকাপাকিভাবে বাংলা বিহার ওড়িশার শাসনভার অর্জন করল তখন তাঁদের দৃষ্টি গেল বাংলার দক্ষিণ দিকের এই জল-জঙ্গল ঘেরা অপরিণত বদ্বীপ ভূমির দিকে। রাজস্ব লাভের আশায় শুরু হল জঙ্গল কেটে চাষাবাদের চেষ্টা। বাধা হয়ে দাঁড়াল জোয়ারের সঙ্গে ঢোকা নোনা জল এবং জল-জঙ্গলে থাকা হিংস্র জন্তুরা। বাঘ, কুমিরের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে দিতেও মানুষ জিতে যেতে থাকল। নোনা জলকে আটকাতে ঘিরে ফেলা হতে লাগল দ্বীপের পর দ্বীপ,তৈরি হতে থাকল সুন্দরবনের জীবনরেখা নদী বাঁধ। আজ আমরা যে সমাজের কথা আলোচনা করব সে সমাজের শুরু এইভাবে,এই সময়। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ্য,সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি পর্যালোচনা করে প্রায় সব বিশেষজ্ঞই নিশ্চিত যে এখন যেখানে সুন্দরবন এককালে আরও প্রাচীন সময়ে সেখানে মানুষের বসতি ছিল,কিন্তু এই আলোচনায় আমরা সেই সময়ের সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করছি না।

ইংরেজদের হাত ধরে সেই গ্রাম সুন্দরবন আজ ভৌগোলিকভাবে এক গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়েছে,প্রথমে সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। গঠনগত দিক থেকে সুন্দরবন একটি সক্রিয় বদ্বীপ। ভারতীয় অংশে উত্তর থেকে আসা নদী গুলির মধ্যে একমাত্র হুগলী নদী ছাড়া সবগুলিরই উৎস থেকে প্রবাহপথ রুদ্ধ। নদী বাহিত পলির পরিমান কমে এলেও সাগর থেকে জোয়ারের সময় আসা বিপুল পরিমান পলিতে আজও এই অঞ্চলে ভূমি গঠনের কাজ চলছে। দু-আড়াইশো বছর ধরে যে দ্বীপগুলি বাঁধ দিয়ে ঘেরা অবস্থায় রয়েছে সেসব দ্বীপে কিন্তু নতুন করে পলি সঞ্চয়ের কাজ ব্যাহত হয়েছে। এদিকে নদী গুলির মধ্যে ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ে নদীর নাব্যতা ক্রমশই কমছে। তাই আজ ভরা জোয়ারের সময় নদীর জলের সর্বোচ্চ সীমার অনেক নিচে থাকে গ্রাম সুন্দরবন। অনেক সময় একটি কথা বলতে শোনা যায় সুন্দরবনের মানুষ জলের নিচে বসবাস করেন। কথাটি আশ্চর্য শোনালেও আক্ষরিক অর্থেই সঠিক,আমরা ভরা জোয়ারের সময় চামচের মত আকৃতির দ্বীপ গুলিতে গ্রামের বাড়ির ছাদ গুলিকে আমাদের নৌকার উচ্চতা থেকে অনেকটা নিচে দেখতে পাই। এই জলরাশি এবং গ্রামের মাঝেই রয়েছে নদীবাঁধ। যে বাঁধের নির্মাণ শুরু হয়েছিল ইংরেজ আমলে সেই বাঁধের উচ্চতা বারবার বাড়াতে হয়েছে, কারণ খুব স্বাভাবিক নদীর নাব্যতা যত কমেছে তত বেড়েছে জলতলের উচ্চতা। উচ্চতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কোথাও বদলেছে বাঁধের ধরন,ইংরেজ আমলের মাটির বাঁধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতাদর্শের নেতা ও বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামতের হাত ধরে বারবার তার রূপ বদলেছে এবং বদলাচ্ছে। এতকিছুর পরও বহু জায়গায় আজও জীর্ণ মাটির বাঁধের ভরসায় সুন্দরবনের মা তাঁর শিশুকে নিয়ে রাতে ঘুমাতে যান। সমস্যা হল চামচের মত আকৃতি বিশিষ্ট সুন্দরবনের গ্রামগুলিতে প্রবল জোয়ারে বা ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে যখন বাঁধের ক্ষতি হয়,বাঁধ ভেঙে বা টপকে জোয়ারের জল ঢোকে গ্রামে তখন জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। বর্ষাকালের প্রবল বৃষ্টির জল গ্রামের মধ্যে জমে থাকলে সুন্দরবনের মানুষ আতঙ্কিত হন না, কারণ সেই মিষ্টি জল তাঁদের কাছে অতি মূল্যবান। তাঁদের আতঙ্কের কারণ বাঁধ ভেঙে ঢোকা নোনা জল। এই জল গ্রামে ঢোকা মানেই কৃষিজ ফসল নষ্ট শুধু নয় আগামী কয়েক বছরের জন্য কৃষি জমিরও উৎপাদনশীলতা কমে বা নষ্ট হয়ে যাওয়া। এই জল গ্রামে ঢোকা মানেই মিষ্টি জলের পুকুর গুলি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং পুকুরের মাছ নষ্ট হয়ে যাওয়া। বিধ্বংসী বিপর্যয়ের পর তাই তিল তিল করে গড়ে ওঠা গ্রাম সুন্দরবন এক লহমায় পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে।

আমার দুর্ভাগ্য এমনই এক মহা বিপর্যয়ের পর আমার সঙ্গে সুন্দরবনের নিবিড়

সম্পর্কের সূচনা। সালটা ২০০৯,সুন্দরবনের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আইলা। ভরা জোয়ারের সময় ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল হওয়াতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নদী বাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছিল বহু গ্রামে। কৃষিকাজ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আগামী কয়েক বছরের জন্য। জমে থাকা জল লবণাক্ত করে দিয়েছিল মাটির উপরের স্তর। মিষ্টি জলের পুকুর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কয়েক মিনিটের মধ্যে। চোখের সামনে বদলে যেতে দেখলাম ভূমির ব্যবহার, মানুষের জীবিকা। তিন পুরুষের চাষী এক লহমায় হয়ে যেতে লাগলেন চিংড়ি বা কাঁকড়ার ঘেরের শ্রমিক। সে এক অবর্ননীয় দুঃসময় সুন্দরবনের।

যাঁর হাত ধরে সুন্দরবন দেখতে শিখেছি সেই শ্রদ্ধেয় তুষার কাঞ্জিলাল সেই সময় "আইলা: সুন্দরবনের শেষের শুরু" শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। তখন তার অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারিনি কিন্তু আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছি সে কথার অর্থ।

বিধ্বংসী এই ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি সামলে গ্রাম সুন্দরবন হয়তো আবার ছন্দে ফিরেছে ধীরে ধীরে কিন্তু এই প্রান্তিক গ্রামগুলির সামাজিক পরিকাঠামোয় ঐ প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে চিরস্থায়ী হতাশাজনক প্রভাব ফেলেছে তার ফল আজও ভুগতে হচ্ছে নিশ্চিতভাবে।

বদলে যাওয়া এই গ্রামগুলিতে মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার আগে এই বদলগুলি মূলত কী ধরনের সেবিষয়ে একটু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

আইলা পরবর্তী সুন্দরবন প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির ধাক্কা সামলে ওঠার পর যে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী সমস্যার সম্মুখীন হল সেটি জীবিকার সংকট। কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা বিপর্যয়ের কয়েকদিন পর থেকেই বুঝতে পারলেন আগামী কয়েকবছর স্বাভাবিক চাষাবাদ করা সম্ভব হবে না। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত ত্রাণ কিছুদিনের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে কিছুদিন পর সংবাদ মাধ্যম এবং অন্যান্যদের নজর অন্য অধিকতর উত্তেজনাপূর্ণ বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হল। গ্রাম সুন্দরবনের মানুষের সামনে তৈরি হল অস্তিত্বের সংকট। টিকে থাকার সেই মরণপণ লড়াইয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র কাজে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। যে সুন্দরবনে একদিন মানুষ এসেছিলেন নতুন কাজের খোঁজে সেই সুন্দরবন থেকে এত ব্যাপক হারে বিপরীতমুখী পরিযানের নিদর্শন সাম্প্রতিক অতীতে নজরে আসেনি। নদীতে মাছ,কাঁকড়া ধরা এবং নিজের বা অন্যের জমিতে কৃষিকাজে যুক্ত থাকা সাধারন গ্রামের মানুষ সুন্দরবনের বাইরে দেশের অন্য প্রদেশে বা কিছু ক্ষেত্রে বিদেশে গিয়ে যুক্ত হতে লাগলেন এমন সব পেশার সঙ্গে যেসব পেশায় তাঁদের পূর্বপুরুষেরা কোনও কালে যুক্ত থাকেন নি। ফলত সুন্দরবন থেকে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে যাওয়া এইসব মানুষ অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে স্বল্প মজুরিতে কাজে যুক্ত হতে লাগলেন। এসব কাজ করে বাড়িতে পাঠাতে পারেন এমন অর্থের পরিমাণ নিতান্ত সামান্যই। গ্রামে থাকা স্ত্রী,ছেলে-মেয়ে বা বয়স্ক বাবা-মার দেখাশোনার ভার তাই এসে পড়ল মূলত গ্রামের মেয়েদের উপর।

প্রান্তিক গ্রামগুলিতে অনেক পরিবারেই পুরুষ সক্ষম প্রতিনিধিকে ঘর ছেড়ে থাকতে হচ্ছিল বাইরে। বয়স্ক এবং শিশুদের নিয়ে গ্রামে রইলেন মহিলারা। অস্বীকার করে লাভ নেই আজও আমাদের দেশের সমাজে পুরুষই পরিবারের মূল চালিকা শক্তি।এর মূল কারণ অবশ্যই অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন আজও আমাদের মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেক অর্থেই অধরা। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মহিলাদের হাতে ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলা প্রতিনিধি গ্রহণের নীতি বহুদিন আগেই গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সে নীতির বাস্তবিক প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। সুন্দরবন ছাড়াও বাংলার বেশ কিছু প্রত্যন্ত গ্রামে নিয়মিত যাতায়াতের সূত্রে দেখেছি পঞ্চায়েতে বিজয়িনী আসলে শুধুমাত্র সই করেই তাঁর দায়িত্ব সারেন, বাকি সব কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁর স্বামী। আসলে যে কারণে আমরা প্রশাসনিক স্তরে মহিলা প্রতিনিধি রাখার কথা ভেবেছিলাম তা অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়।

হাজার হতাশার মাঝেও আইলা পরবর্তী সুন্দরবনে এই ব্যর্থতার কিছুটা বিপরীত ছবি দেখেছিলাম এবং আজও দেখছি। পরিবারের প্রায় সব ধরনের কাজের ভার যেভাবে সুন্দরবনের মেয়েরা আজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

কৃষিকাজে ধান রোয়া থেকে কাটা,ধান ঝাড়াই করে ঘরে তোলা সবেতেই তাঁরা ভীষণভাবে সক্রিয়।পরিবারের পুরুষ মানুষের দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতি তাঁদের স্বাবলম্বনের পথে নিয়ে যাচ্ছে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে পারেন।

শুধুমাত্র কৃষিতে নয়, আপনারা যাঁরা নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে সুন্দরবনে যান তাঁরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন মাছ বা কাঁকড়া ধরার ছোট ছোট নৌকা গুলিতে পুরুষ-মহিলার সংখ্যার অনুপাত ক্রমশই মহিলাদের দিকে বাড়ছে। কোনও কোনও নৌকাতে চারজনের মধ্যে তিন জন মহিলা একজন পুরুষ দেখা যায়। আবার একটি নৌকাতে জাল সহ তিন জন মহিলাও বিরল নয়। শুধুমাত্র গহন সুন্দরবনে মধু ভাঙতে যাওয়া দলগুলিতে বা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলারগুলিতে ছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের প্রায় সব ধরনের জীবিকাতে মহিলাদের সক্রিয় উপস্থিতি গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করেছি ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় মহিলাদের অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে। সুন্দরবনের গ্রাম গুলির বেশকিছু জায়গাতেই বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্ক তাদের মাধ্যমে টাকা লেনদেনের জন্য কিছু বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছে। এইসব সংস্থা একটি বা দুটি ছেলেকে একটি কম্পিউটার দিয়ে বাজার বা হাটের কাছে একটি দোকান ঘরে বসিয়েছে।এদের মাধ্যমেই টাকার লেনদেন করতে পারেন গ্রামের মানুষ। আইলার পর থেকে যখন গ্রামের মানুষকে বাধ্য হয়ে অন্যত্র যেতে হল তখনই এই পরিষেবা নিত্য প্রয়োজনীয় হতে থাকল। প্রথম দিকে টাকা তোলা বা কত টাকা জমা আছে এসব তথ্য বুঝে নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের বেশ জড়তা লক্ষ্য করতাম যত দিন যাচ্ছে এসব কাজে মহিলারা অনেকটাই সাবলীল হয়ে উঠছেন।

ছোটদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে মায়েদের ভূমিকা সর্বত্র এবং সব কালেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজকের সুন্দরবনে এক্ষেত্রেও মায়েরা অনেকটা অগ্রণী। বাবা দূরে থাকায় স্কুলে গিয়ে মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে পড়াশোনা এবং অন্যান্য পরিষেবা সংক্রান্ত খোঁজখবর নেওয়ার ক্ষেত্রে মায়েরা যথেষ্ট সক্রিয়। তাঁরা পড়াশোনা যতটুকুই জানুন অনেকেই আগামী প্রজন্মের কাছে পড়াশোনার গুরুত্ব কতটা সেটা অনুভব করেন ভাল ভাবেই।

আর একটি বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। অন্যান্য অঞ্চলের মত সুন্দরবনের গ্রামগুলিতেও নেশার প্রকোপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে থাকা পুরুষদের নেশা করে অর্থ এবং শরীর নষ্ট করতে প্রায়ই দেখা যায়। বেশ কয়েকবার মদ তৈরি কেন্দ্র গুলিকে নষ্ট করে দিতে গ্রামের মহিলাদের সক্রিয় মারমুখী ভূমিকা নিতে দেখেছি।

একটি বিষয় আমাকে বেশ বিস্মিত করে আমাদের দেশে জনগণনার তথ্যে নারীদের

(এরপর চারের পাতায়)

ঝাড়গ্রাম জেলায় যৌথ বাজার পরিদর্শন ও মূল্য পর্যবেক্ষণ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা - ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করা এবং ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে জেলাজুড়ে যৌথ বাজার পরিদর্শন ও মূল্য পর্যবেক্ষণ অভিযান চালানো হয়।এই অভিযানে সংশ্লিষ্ট থানার আইসি/ওসি,জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (DEB), ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (BDO),কৃষি দফতরের আধিকারিক এবং ব্লক লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের (BLDO) নিয়ে গঠিত যৌথ পরিদর্শনকারী দল ঝাড়গ্রাম রেলস্টেশন বাজার,শিলদা বাজার, লালগড় বাজার,গোপীবল্লভপুর বাজার,বেলিয়াবেড়া বাজার এবং জামবনি বাজার পরিদর্শন করে।এই পরিদর্শন অভিযানে ঝাড়গ্রামের বিধায়কসহ অন্যান্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।পরিদর্শনের সময় শাকসবজি, ফল, মাছ, মুরগির মাংস, মুদিখানার সামগ্রীসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ও

পর্যাপ্ততা খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি মজুতদারি, অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রি এবং অন্যান্য অনৈতিক বাণিজ্যিক কার্যকলাপ রুখতেও নজরদারি চালানো হয়।ব্যবসায়ীদের পণ্যের দাম স্বচ্ছভাবে প্রদর্শন এবং ন্যায্য ও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা এবং বাজারে পণ্যের দামের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে এই ধরনের সমন্বিত অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ঝাড়গ্রাম পুলিশের সহায়তায় চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নপূরণের পথে বিনপুরের সাগর

নিজস্ব প্রতিবেদন - নিট পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে ২২,৬৬২ র‍্যাঙ্ক অর্জন করে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নপূরণের পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন ঝাড়গ্রামের বিনপুরের মেধাবী ছাত্র সাগর গোস্বামী। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সাগর।কিন্তু পরিবারের চরম আর্থিক সংকট এবং তাঁর বাবার ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের কারণে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল।প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন থেকে সরে দাঁড়াননি সাগর।সাগরের মেধা, অধ্যবসায় ও স্বপ্নের কথা জানতে পেরে বিনপুর থানার পুলিশ,ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এসপি'র তত্ত্বাবধানে, তাঁর পাশে দাঁড়ায়।পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি তাঁকে দেওয়া হয় মানসিক ও নৈতিক সমর্থন।পুলিশের এই সহযোগিতা সাগরকে কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে বিশেষভাবে

সাহায্য করে।অবশেষে নিট পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে সাগর তাঁর স্বপ্নপূরণের পথে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করেছেন।এই সাফল্যের জন্য তিনি ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ এবং বিনপুর থানার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।সাগরের এই সাফল্য শুধু তাঁর পরিবারের জন্য নয়,প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বপ্ন দেখা অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর কাছেও অনুপ্রেরণার বার্তা।মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিভাবান এক ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবের পথে এগিয়ে দিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ।

রায়গঞ্জে কারখানায় যৌথ অভিযান,উদ্ধার ১২ শিশু শ্রমিক, গ্রেফতার কারখানা মালিক

নিজস্ব সংবাদদাতা - শিশু শ্রমিক নিয়োগের অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার চাপদুয়ার এলাকায় একটি বেসরকারি কারখানায় যৌথ অভিযান চালিয়ে ১২ জন শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করল প্রশাসন ও পুলিশ।ঘটনায় কারখানার মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,গত ১১ আগস্ট শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে চাপদুয়ারে অবস্থিত Agro food Products Pvt. Ltd.-এ অভিযান চালানো হয়।রায়গঞ্জ DCPO ইউনিট,জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (DLSA), SMOKUS NGO, শ্রম দফতর এবং রায়গঞ্জ থানার পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ দল কারখানায় অভিযান চালায়।অভিযানের সময় কারখানা চত্বর থেকে মোট ১২ জন শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া শিশুদের আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।এই ঘটনায় শিশু শ্রম সংক্রান্ত প্রযোজ্য আইনের ধারায় একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্তের পর কারখানার মালিক দীপক ঘোষ (৪৮)-কে গ্রেফতার করা হয়।তিনি উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার তুলসীতলা এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শিশু শ্রমিক নিয়োগের মতো বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নজরদারি ও আইনানুগ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।এই যৌথ অভিযানকে শিশু শ্রম রোধে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের গুড়াপ থানার উদ্যোগে গুড়াপ শীতল কুমার বালিকা বিদ্যালয় এবং গুড়াপ রমনীকান্ত ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে গুড়াপ রমনীকান্ত ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল রোড সেফটি বিষয়ক সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান পুলিশের।সম্প্রতি ধনেখালি ব্লকের গুড়বাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪৬০ লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করল গুড়াপ থানার পুলিশ। চোলাই মদ বিক্রির অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বাঁকুড়ায় মোবাইল ফরেনসিক ইউনিটের উদ্বোধন,আরও শক্তিশালী হবে তথ্যপ্রমাণ-ভিত্তিক তদন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা - বৈজ্ঞানিক ও তথ্যপ্রমাণ-ভিত্তিক পুলিশিংকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে উদ্বোধন হল মোবাইল ফরেনসিক ইউনিট।গতকাল বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে এই বিশেষ ইউনিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া রেঞ্জের ডিআইজি অভিষেক মোদী।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার ভি.জি সতীশ পাসুমার্থি।নতুন এই মোবাইল ফরেনসিক ইউনিটের মাধ্যমে ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক ফরেনসিক পরীক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে করা সম্ভব হবে।অপরাধস্থল থেকে সংগৃহীত তথ্যপ্রমাণ সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়ায় ফরেনসিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লে অপরাধের তদন্ত আরও

নির্ভুল ও তথ্যপ্রমাণ-নির্ভর হবে বলে মনে করা হচ্ছে।বিশেষ করে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে প্রয়োজনীয় নমুনা ও তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের ফলে তদন্তের গতি বাড়ার পাশাপাশি মামলার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের গুরুত্বও আরও বাড়বে।বাঁকুড়া জেলা পুলিশের এই উদ্যোগের ফলে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর তদন্ত ব্যবস্থার পরিকাঠামো আরও সুদৃঢ় হল।মোবাইল ফরেনসিক ইউনিটের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অপরাধের ঘটনাস্থল থেকেই দ্রুত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ ও পরীক্ষার সুযোগ তৈরি হওয়ায় পুলিশের তদন্ত ব্যবস্থায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করা হচ্ছে।

কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে,শ্রমিক বিরোধী নয়া শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে,পুনর্বাসন ছাড়া হকার ও বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে চালু করার দাবিতে বাম কৃষক,শ্রমিক, ক্ষেতমজুর এবং বস্তি সংগঠনের আহ্বানে চুঁচুড়ায় আইন অমান্য এবং জেল ভরো কর্মসূচি।

অন্নপূর্ণা যোজনার ভেরিফিকেশনের কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে ধনেখালি বিডিও অফিস এবং সিডিপিও অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন আইসিডিএস কর্মীদের।

ভেঙে পড়লো নব নির্মিত শ্রেণী কক্ষের সিলিং।গত সোমবার স্কুলের টিফিন টাইমে দুর্ঘটনা ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পেল ছাত্র ছাত্রীরা।ঘটনাটিকে ঘিরে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।ক্ষোভে ফুঁসছেন অভিভাবক সহ এলাকার মানুষজন। কেমন কাজ হয়েছিল যে নতুন তৈরি শ্রেণী কক্ষের সিলিং ভেঙে পড়লো ? উঠছে প্রশ্ন।পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা।

বিজেপির উদ্যোগে বুধবার অনুষ্ঠিত হল ধনেখালি হারপুর মোড় থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রা।উপস্থিত ছিলেন বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গৌতম চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ঝাড়গ্রামে সপ্তাহব্যাপী নানা কর্মসূচিতে পালিত হল রোড সেফটি উইক - ২০২৬

নিজস্ব সংবাদদাতা - পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে ৩ থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে পালিত হল 'রোড সেফটি উইক ২০২৬'। সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সচেতনতা প্রচার,জনসম্পৃক্ততা এবং ট্রাফিক আইন প্রয়োগের একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়।অভিযানের অংশ হিসেবে ট্রাফিক আইন মেনে চলা বাইক আরোহীদের মধ্যে হেলমেট ও চকলেট বিতরণ করা হয়।পাশাপাশি সাইকেল ও বাইক র‍্যালি,অঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা, স্কুল-কলেজে সচেতনতা কর্মসূচি, জনসভা ও র‍্যালির মাধ্যমে পথ নিরাপত্তার বার্তা তুলে ধরা হয়।পথ দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সাহায্যের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতে 'গুড সামারিটান আইন' সম্পর্কেও সচেতন করা হয়।সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির, পথ নিরাপত্তার শপথগ্রহণ, 'প্রমিস বোর্ড', মানববন্ধন এবং পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের স্মরণে মোমবাতি মিছিলের আয়োজন করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে 'সেলফি উইথ হেলমেট' প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।অন্যদিকে,

ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালায় জেলা পুলিশ।হেলমেট ছাড়া মোটরবাইক চালানো এবং নম্বর প্লেটবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে হেলমেট ব্যবহারে উৎসাহিত করতে 'নো হেলমেট, নো ফুয়েল' উদ্যোগও কার্যকর করা হয়।সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির শেষে সড়ক নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সড়ক নিরাপত্তা শুধু পুলিশের দায়িত্ব নয়,এটি প্রতিটি পথচারী ও যানবাহন চালকের সম্মিলিত দায়িত্ব।ট্রাফিক আইন মেনে চলা, হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহার এবং সচেতনভাবে গাড়ি চালানোর মাধ্যমে সকলেই নিরাপদ সড়ক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

চুঁচুড়ায় বামেদের

(প্রথম পাতার পর)

করছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।দোষীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে গ্রেফতার করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।বামেদের সভায় হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চুঁচুড়ার স্বঘোষিত পুষ্পা দলবদলু তৃণমূল নেতা সুরেশ সাউকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অবৈধ গ্যাসের দোকানে পুলিশের অভিযান, উদ্ধার ১০৩ সিলিন্ডার, গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা - অবৈধভাবে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত ও রিফিলিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল মালদা জেলা পুলিশ।সম্প্রতি ডিএসপি ডিইবি'র তত্ত্বাবধানে বৈষ্ণবনগর বাজারে অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে অভিযান চালানো হয়।অভিযানে উদ্ধার হয়েছে মোট ১০৩টি গ্যাস সিলিন্ডার।এর মধ্যে ৬২টি ডোমেস্টিক,২টি কমার্শিয়াল এবং ৩৯টি ছোট রিফিলিং সিলিন্ডার রয়েছে।এই ঘটনায় মিঠুন মণ্ডল এবং চন্দন সরকার নামে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।অবৈধভাবে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত ও রিফিলিংয়ের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলার বাড়ির বদলে পশ্চিমবঙ্গ আবাস

(প্রথম পাতার পর)

অভিযোগও এ দিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর বক্তব্য, প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকা যাচাই করে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার বেআইনি সুবিধাভোগীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ৫৭ হাজার এমন ব্যক্তির সন্ধান মিলেছে,যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকেই বাদ পড়েছে।তাঁদের প্রকৃত উপভোক্তা হিসেবে গণ্য করা যাবে না বলেও স্পষ্ট করেন তিনি।প্রকৃত উপভোক্তার হাতেই সরকারি অর্থ পৌঁছবে, কোনও বেআইনি সুবিধাভোগী বা অনুপ্রবেশকারীকে সরকারি টাকা দেওয়া হবে না বলে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী।দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই প্রকল্পের তদন্ত ও উপভোক্তা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে কৃতিত্ব দেন তিনি।পাশাপাশি মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল,অর্থ দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের নতুন নাম হবে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস'। তাঁর বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গ' নামের সঙ্গে রাজ্যের ইতিহাস ও দেশভাগের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তাই প্রকল্পের নামেও সেই ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে।উপভোক্তাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমান বাজারদরে বাড়ি সম্পূর্ণ করতে অতিরিক্ত কিছু অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। বাড়ি সম্পূর্ণ হলে স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে শৌচাগার নির্মাণের জন্য ১২ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলেও জানান। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘরপ্রকল্পে যুক্ত হয়ে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় ভর্তুকি এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারগুলির জন্য রাজ্যের অতিরিক্ত ১৫ হাজার টাকার সহায়তার কথাও উল্লেখ করেন।আবাস প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।তিনি জানান, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই এক লক্ষ নতুন বাড়ির অনুমোদন মিলেছে।তবে প্রয়োজন হলে ২০ লক্ষ, ৩০ লক্ষ বা তারও বেশি বাড়ির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ পাওয়া যাবে বলে দাবি করেন তিনি। আবাস প্রকল্পে সমীক্ষার সময়সীমাও ১৫ অগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। যাঁদের নাম এখনও তালিকাভুক্ত হয়নি, তাঁদের প্রকৃত যোগ্যতা যাচাই করে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর দাবি,দুর্গাপুজোর পরেই আরও কয়েক লক্ষ উপভোক্তার হাতে প্রথম কিস্তির টাকা তুলে দেওয়ার কর্মসূচি শুরু হবে। দল, ধর্ম বা সম্প্রদায় নয়, শুধুমাত্র সরকারি নির্দেশিকা এবং প্রকৃত যোগ্যতার ভিত্তিতেই উপভোক্তা নির্বাচন করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।বক্তব্যের শেষে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রত্যেক পরিবারকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর কথায়, গ্রামীণ আবাসন, পানীয় জল,শৌচাগার, সৌরবিদ্যুৎ ও খাদ্য নিরাপত্তার মতো বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বিত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলকে উন্নয়নের নতুন স্তরে পৌঁছে দেওয়া হবে।

সুন্দরবনের বদলে যাওয়া সমাজে মহিলারা

(দ্বিতীয় পাতার পর)

কর্মহীন বা নন ওয়ার্কার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অথচ আজকের গ্রাম সুন্দরবনের যেকোনও প্রান্তিক পরিবারের সঙ্গে যদি আপনি একটি গোটা দিন কাটান তাহলে দেখবেন সেই পরিবারের একজন মা ভোর রাত থেকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করেন।

নামখানা ব্লকের মৌসুনি দ্বীপের সর্বদক্ষিণ প্রান্তের গ্রাম বালিয়াড়াতে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে বংশ পরম্পরায় উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ে সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। সামান্য একটু পানীয় জল সংগ্রহ করতে তাঁদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। আজ বালিয়াড়ার অনেক পুরুষ মানুষ তামিলনাড়ু,কেরালা বা আরব রাজ্য গুলিতে কর্মরত। গৃহস্থালীর কাজ মিটিয়ে বালিয়াড়ার আনোয়ারা বিবি অবলীলায় তাঁদের ছোট ডিঙি নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে চলে যান। শুধু মাছ ধরা নয় সেই মাছ কোন ব্যবসায়ীর 'খটি'তে বিক্রি করলে ঠকে যাবেন না সে বিষয়েও তিনি যথেষ্ট সচেতন।

পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লট দ্বীপের দক্ষিণতম গ্রাম গোবর্ধনপুরের বাসিন্দা কৌশিক মাইতি আইলার পর থেকে অন্তত দশ বার তাঁর পেশা বদলেছেন বেঁচে থাকার জন্য। রাজমিস্ত্রিরির সাহায্যকারী,দক্ষিণ ভারতে ধান চাষের মজুর,আন্দামানে জুতোর কারখানার শ্রমিক হিসাবে কাজ করে কয়েক বছর পর বাড়ি ফিরে ইলিশ মাছ ধরার ট্রলারে গভীর সমুদ্রে গেছেন বেশ কয়েকবার। দুবছর আগে আবার ভাগ্যানুসন্ধানে কাজ নিয়েছেন বর্ধমানের একটি চাল-কলে। কৌশিকের স্ত্রী তাদের দুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে গ্রামেই থাকে। ক্রমাগত ভূমিক্ষয় তাদের ছোট বাসস্থানটিকে বারবার বিপন্ন করে।এই গ্রামে এমন পরিবারও আছেন যাঁদের গত পনের বছরে অন্তত পাঁচবার বাসস্থান সরিয়ে আনতে হয়েছে উত্তরদিকে। কৌশিকের স্ত্রী গ্রামে থেকে তার দুই ছেলে মেয়েকে মানুষ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়। গ্রামে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প হলে নিজেই লাইনে দাঁড়ায় নিজের প্রাপ্য কেন মিলছে না তার জবাব পেতে। মেয়ে নাইন পাশ করে ক্লাস টেনে উঠে গেল তবু কেন তার প্রাপ্য সাইকেল সে পেল না সেই খোঁজ নিতে সটান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ঘরে চলে যায় অবলীলায়। পরিবারের পুরুষ মানুষের অনুপস্থিতি তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন করতে করতে স্বাবলম্বীও করে তুলেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে পৃথিবীর যেসব দ্বীপ অতি দ্রুত জমি হারাচ্ছে ভারতীয় সুন্দরবনের ঘোড়ামারা তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। গত একশ বছরে ঘোড়ামারা তার মোট আয়তনের অষ্টাশি শতাংশ জমি হারিয়েছে। এর আগে ঘোড়ামারার পাশের দ্বীপ লোহাচড়া তো সম্পূর্ণ ধ্বংসই হয়ে গেছে। প্রায় নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে থাকা ঘোড়ামারা দ্বীপে এখনও যাঁরা বসবাস করছেন তাঁদের পরিবারের মহিলাদের মধ্যেও লক্ষ্য করি অদম্য বেঁচে থাকার আকুতি,জীবনের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা। ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ে সর্বস্ব হারানো গৃহবধূ শেফালী মণ্ডলের সঙ্গে বিপর্যয়ের দু দিন বাদেই দেখা হয়েছিল। মৃদু হেসে সে আমাকে বলেছিল ''মাস্টার এমন দেশ আর আর কোথাও গেলে আমরা পাব না''। চমকে উঠেছিলাম। ইয়াসের দিন মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে গোটা ঘোড়ামারা দ্বীপ সম্পূর্ণ জলের নিচে চলে গিয়েছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে কোলের মেয়েটিকে নিয়ে সে কোনও মতে পৌঁছেছিল কাছের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শেফালীর মত ঘোড়ামারার অনেক গৃহবধূর স্বামীই গোয়া বা মুম্বাইয়ের হোটেলে রান্নার কাজ করে। বিপর্যয়ের সংবাদ ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছালেও কাজের বাধ্যবাধকতায় তাদের গ্রামে ফেরার উপায় থাকে না। কাজেই সংসারের অন্য অনেক ঝড় ঝাপটাকে সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে আক্ষরিক অর্থে প্রতি ঘন্টায় একশ আশি কিলোমিটার বেগে ছুটে আসা ঝড় একা সামলে বেঁচে থাকতেও শিখে যাচ্ছে শেফালীরা।

গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়ার সুচিত্রা মণ্ডলের বয়স হয়েছে, এককালে স্বামীর সঙ্গে জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্রাণপণ লড়াই করেও বাঘের মুখ থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে আনতে পারেন নি। ঝিলার জঙ্গলে স্বামীকে পিঠে নিয়ে হারিয়ে গেছে রয়াল বেঙ্গল টাইগার। গ্রামের মানুষ খবর পেয়ে তিন দিনের মাথায় খুঁজে এনেছিল স্বামীর তেল চিটে গামছাটি। সে গামছায় লেগেছিল স্বামীর রক্তের দাগ। সেই গামছাটি খড় দিয়ে বানানো নকল মৃতদেহের গায়ে জড়িয়ে বাবার শেষ কৃত্য করেছিল সুচিত্রার দুই ছেলে। তারপর কেটে গেছে অনেকগুলি বৃষ্টি ভরা ভাদ্র মাস। আইলার পর সুন্দরবন ছেড়ে সুরাটে সোনা-রূপোর কাজে গেছে সুচিত্রার দুই ছেলে। সংসার চলার মত অর্থের সংস্থান থাকলেও দুই ছেলের কারও সংসারেই ঠাঁই হয়নি সুচিত্রার। আইলায় ভেঙে যাওয়া নদী বাঁধ থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে নতুন শক্ত সমর্থ বাঁধ হয়েছে বছর কয়েক আগে। নতুন বাঁধ আর পুরানো ভেঙে যাওয়া বাঁধের মাঝে থাকা বিপদজনক জায়গায় ছোট্ট ঘর বেঁধে বাস করেন সুচিত্রা মণ্ডল। প্রায় প্রতিটি অমাবস্যা পূর্ণিমার ভরা জোয়ারে তাঁর ঘরে নোনা জল ঢোকে। সরকারি নিয়মের ফাঁদে আটকে মেলেনা বিধবা বা অন্যান্য ভাতা। ছেলেরা দেখে না বলে বৃদ্ধার মুখে কোন আক্ষেপ শুনি না,বলেন ''সে তো বাপ শহরেও শুনি কত বড় বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বাপ-মাকে দেখে না''। সকাল সকাল নিজের ছোট্ট জাল নিয়ে গাঁড়াল নদীর ধারে ঘেঁসে মাছ কাঁকড়া ধরার চেষ্টা করেন। কোনও দিন ভাল মন্দ জোটে,কোনও দিন জোটে না।নিজেই বাজারে পাইকারের কাছে বিক্রি করে তেল,নুন,আলু কিনে ঘরে ফেরেন। কাঠের উনুনে ফুটিয়ে নেন রেশনের চাল। যতবার দেখা হয়েছে বাধ্য করেছেন ওনার সঙ্গে বসে ভাত খেতে। জীবন সম্পর্কে হাজার অভিযোগে কখনও তাঁকে ভেঙে পড়তে দেখি নি। তাঁর ধরা কাঁকড়া দাঁতের জোরে ভেঙে খেতে পারছি না দেখে ফোকলা মুখে হেসে উঠে হাতার উল্টো পিঠ ভেঙে দিয়ে বলেছেন ''এবার খা''। বলেছি কত ভাল ভাল হোটেলে খেয়েছি ঠাকুমা কিন্তু তোমার মত কেউ রান্না করতে পারে না। কি মমতায় প্রাণভরে হেসে উঠেছেন,সে হাসি দেখে বুঝেছি সুন্দরবনের মেয়েরা,সুন্দরবনের মায়েরা কখনও হারতে জানেন না। এই অদম্য শক্তিই হাজার বিপর্যয়ের মাঝেও সুন্দরবনকে টিকিয়ে রেখেছে এবং আগামীদিনেও রাখবে।

(রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্র ''উদ্বোধন'' পত্রিকার পৌষ ১৪৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

তোলা তুলছে যে মনে হচ্ছে তারা নিজেও জানে যে এবারেই তাদের শেষ টার্ম।আমাদের মধ্যেও যে এরকম সব প্রতিভা লুকিয়ে আছে পার্টি ক্ষমতায় না এলে জানতেই পারতাম না'', বিস্ফোরক বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা।

● দিন দিন ঋণের বোঝা বাড়ছে মোদী সরকারের।গত ১২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণের পরিমাণ ৫৫ লক্ষ কোটি থেকে বেড়ে ২০১ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে বলে সংসদে জানাল কেন্দ্র।

● হালিশহরে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হল ইট,কাদা,জুতো।উঠল চোর চোর স্লোগান। ঘটনার নিন্দা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনো যোগ নেই বলে জানান তিনি।

● ইউপিআই-এর মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রাহকদের কোনো মাশুল দিতে হবে না বলে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি লেনদেনও মাশুলমুক্ত থাকবে।

● পথ দুর্ঘটনা রুখতে এবং যানজট সমস্যা এড়াতে জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো চলাচল বন্ধে কড়া নির্দেশ জারি করল রাজ্য পরিবহন দপ্তর,নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

● রাজ্যে এবার বিনামূল্যে চাকরির ফর্ম ফিলাপ,সরকারি চাকরির পরীক্ষায় লাগবে না কোনো ফি,স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমছে ইন্টারভিউয়ের নম্বর।নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আশায় দিন গুনছেন শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা।

● ''এখানে বিজেপি ১০০ বছর থাকবে।১০০ বছর থাকবে বিজেপি যে কাজ করে দিয়ে যাবে'', সাংবাদিক বৈঠকে মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

● 'বাংলার বাড়ি' এবার নাম পাল্টে হল 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস।'

● পঞ্চায়েতের বডি মিটিং এ মেম্বারদের ডেকে মিটিং না করেই ফাঁকা রেজ্যুলেশন খাতায় দু'চারটে করে সই করিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ধনেখালির বেলমুড়ি পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে।অভিযোগের তীর শাসক দলের কর্মীদের দিকে।

● সারের কালোবাজারি রুখতে কড়া বার্তা দিল রাজ্য সরকার।সার কিনলে দিতে হবে পাকা রসিদ,জোর করে সারের সঙ্গে ট্যাগিং কিনতে বাধ্য করা যাবে না,এমআরপি'র থেকে বেশি দাম নিলেই পড়তে হবে শাস্তির মুখে।

● দুর্গাপুরে মিললো রক্ত বিক্রি চক্রের হদিশ।আঠারো বছরের নিচের স্কুলের ছাত্রদের প্রাপ্ত বয়স্ক দেখিয়ে দু'তিনশো টাকা করে দিয়ে রক্ত নেওয়া হতো বলে অভিযোগ একটি বেসরকারি হাসপাতালের দিকে।রাজ্যের বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলিকে সতর্ক করল রাজ্য সরকার।

● অধিকাংশ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপ,টাকা আত্মসাৎ সহ একাধিক অভিযোগ।দুর্নীতি রোধ করতে নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে কড়া ভাবে অডিট করা হোক স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর খাতাপত্র,চাইছেন মানুষজন।

● তোলাবাজি সংস্কৃতি চলছেই।ফুল বদলেছে,ঝান্ডার রং বদলেছে কিন্তু বদলায়নি তোলাবাজি সংস্কৃতি।এ অভিযোগ প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য,দিচ্ছেন ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি।সরকারের বয়স তিন মাসও হয়নি,তাতেই এই অবস্থা।তোলাবাজ বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তো,না ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হবে ? উঠছে প্রশ্ন।

● শমীক ভট্টাচার্যের আশঙ্কায় সত্যি হল।ঘুরে গেল ডিমের অভিমুখ। বিজেপি কর্মীদের দ্বারাই ডিম থেরাপির শিকার হলেন বিজেপির মন্ডল সভাপতি।তৃণমূল প্রধানের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগে শীতলকুচিতে বিজেপির মন্ডল সভাপতিকে ডিম ছুঁড়ে মারলেন বিজেপি কর্মীরাই।

● অনেক সিএসসি আধারের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিংক করার জন্য সরকার নির্ধারিত রেটের থেকে বেশি টাকা নিচ্ছে বলে অভিযোগ।সিএসসি গুলো নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক প্রশাসন,চাইছেন মানুষজন।

● বিজেপির দুর্গে বড়সড় ধস। ত্রিশ বছর পর বিজেপির হাতছাড়া বাঁকিপুর। জয়ী প্রশান্ত কিশোর। বিজেপিকে হারিয়ে খাতা খুলল জন সুরাজ পার্টি। প্রবল অস্বস্তিতে বিজেপি।

● বিহারের বাঁকিপুরের পর মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া আসনটিও হাতছাড়া হল বিজেপির। দাতিয়া বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপিকে হারিয়ে জয়ী হল কংগ্রেস প্রার্থী ঘনশ্যাম সিং। গুজরাটের মাঞ্জালপুর আসনটি বিজেপি ধরে রাখতে পারলেও এখানেও ভোট কমেছে বিজেপির।

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and Printing Press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103